ফিরছে মিরকাদিমের গরু

মিরকাদিমের গরু বাংলাদেশের সবচেয়ে আভিজাত্য পূর্ণ গরু ইছামতি ও ধলেশ্বরী নদীর অববাহিকায় একসময় রাজত্ব করে চলত এই মিরকাদিমজাতের গরু। ক্রমবর্ধমান অধিক উৎপাদনশীল জাতের গরু পালন ও অধিক দুধ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার কাছে সময়ের পরিক্রমায় জৌলুস হারাতে বসেছে এই রাজকীয় গরুটি। মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিম পৌরসভায় প্রায় ২০০ বছরের ঐতিহ্য এই মিরকাদিম গরু। প্রথম দৃষ্টিতে এই অঞ্চল দেখতে আর পাঁচটা গ্রামের মত হলেও কোরবানির সময় হলেই ঢাকাসহ দূরদূরান্তের জেলা থেকে ক্রেতা সাধারণ ছুটে যেতেন এই গরু কিনার উদ্দেশ্যে। এমনকি, পরবর্তীতে পাওয়া না যেতে পারে, এটা ভেবে কেউ কেউ ৪-৫ মাস আগেই কিনে ফেলতেন এই বিশেষ গরু। ঈদুল আযহায় কোরবানির জন্য পুরান ঢাকার ক্রেতাদের পছন্দের শীর্ষে থাকত মিরকাদিমের এই গরু। তবে কালের বির্বতনে দিন দিন এই গরু হারিয়ে যাচ্ছে। ঐতিহ্য ধরে রাখতে এই অঞ্চলের

ব্রিডিং ফার্মে মিরকাদিম জাতের গরু

বিলুপ্ত গরু প্রায় মুন্সিগঞ্জের জনপ্রিয় মিরকাদিম জাতের গরুর জাত উন্নয়নে ও হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে বিশ্বব্যাংক ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) কর্তৃক বাস্তবায়নধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপ-প্রকল্পঃ "পদ্মা নদীর তীরবর্তী এলাকায় বিদ্যমান প্রচলিত গরু মোটাতাজাকরণ খামারকে নিরাপদ এবং প্রাকৃতিক খামারে রূপান্তরকরণ "শীর্ষক প্রকল্পটি মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর, লৌহজং ও সিরাজদীখান উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আলি হাওলাদার এগ্রোফার্ম, আদর্শপাড়া যশোলদিয়ায় এসইপি-প্রকল্পের সহযোগীতায় চারটি বকনা ও একটি ষাঁড় গরু নিয়ে বিলুপ্তির পথে চলে যাওয়া জাতটি স্থানীয় পর্যায়ে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি মিরকাদিম ব্রিডিং ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন । খামারে আধুনিক সকল সুযোগসুবিধা প্রতিষ্ঠা করেছেন-নিরাপদ গভীরর নলকূপ, গোবর ও মূত্র সংরক্ষণাগার, সচেতনাতামূলক নোটিশ বোর্ড স্থাপন, ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ খামারে পর্যাপ্ত আলোবাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রেখেছেন। মিরকাদিম ব্রিডিং ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা স্বর্ণা বেগম বলেন, একসময়ের জনপ্রিয় মিরকাদিম জাত এখন প্রায় হারিয়ে গেছে। সেই গরুর জাত উন্নয়নে এসইপি প্রকল্পের আওতায় ইনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি রি-স্টক ফার্ম তৈরী করেছি। যেখানে, মিরকাদিম জাতের গরু জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাণীসম্পদ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সার্বক্ষনিক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে মিরকাদিম জাতটি উন্নয়নের কাজ চলছে। আশা করা যাচ্ছে, এই ব্রিডিং ফার্ম এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিলুপ্তি প্রায় জাতটি অত্র এলাকায় পূর্বের ন্যায় প্রসার লাভ করবে।

স্বর্ণা বেগমের স্বামী মোঃ আলী হাওলাদার বলেন, মিরকাদিমের সাদা গরু তৈরিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। এই জাতের গরু সংগ্রহের জন্য ফরিদপুর ও প্রড়াগ্রাম হাট ঘুরতে হয়। মিরকাদিমের গরুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি বলেন, মিরকাদিমের গরু চোখের পাপড়ি সাদা, শিং সাদা, নাকের সামনের অংশ সাদা, পায়ের খুর সাদা, লেজের পশম সাদা, আর সারা শরীর তো সাদাই। প্রতিবছর কোরবানির ঈদে মিরকাদিমের গরু বিক্রি একটি আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়, ঢাকার রহমতগঞ্জের গরুর হাটে।